11

তারিখ 25 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৫ [illegible] ৮

দৈনিক বাংলা

নমত

স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য

আমাদের বাংলাদেশে দুই ধরনের শিক্ষা বা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর একটি সাধারণ শিক্ষা এবং অপরটি ইসলামী বা মাদ্রাসা শিক্ষা। দুটিই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং পরিচালিত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশিত যে এ দুটি শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সমদৃষ্টিতে দেখা হবে। সরকারী আনুকূল্য ও সুযোগ–সুবিধার ব্যাপারে এ দুয়ের মধ্যে বড় ধরনের কোন পার্থক্য বা বৈষম্য থাকবে না। সাধারণ শিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা যেসব সুযোগ–সুবিধা ও শিক্ষকরা তাদের যোগ্যতা ও পদবী অনুযায়ী যে বেতনভাতা পাবে, মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরাও সেসব সুযোগ–সুবিধা ও শিক্ষকেরা যোগ্যতা ও পদবী অনুযায়ী সেই বেতনভাতা সমভাবে পাবে কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, তা তারা পাচ্ছে না। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেয়া হচ্ছে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও বিনামূল্যে পাঠ্য–পুস্তক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের দেয়া হচ্ছে যোগ্যতা ও পদবী অনুযায়ী বেতন, কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের এসব সুযোগ–সুবিধা ও শিক্ষকদের যোগ্যতা ও পদবী অনুসারে বেতন দেয়া হচ্ছে না।

তাই প্রশ্ন ওঠে, একই সরকারের পরিচালনাধীন স্কুল ও মাদ্রাসায় সরকারী আনুকূল্য ও সুযোগ–সুবিধাদানের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য কেন? এ বৈষম্য কি আদৌ সমীচীন? আমরা মনে করি কোন বিচারেই তা সমীচীন হতে পারে না, এটা অবাঞ্ছিত। তাই এ ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং অবিলম্বে স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে বিরাজিত এই অবাঞ্ছিত বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আসাদুল হক ভুঁইয়া
চন্ডিপাড়া, পোড়াদিয়া
বেলাব, নরসিংদী।